দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 0 4 JUN 1987
পৃষ্ঠা 3 কলাম 3

15

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব ।। কয়েকটি বিভাগ বন্ধ হওয়ার উপক্রম

বরিশাল, ২রা জুন (নিজস্ব প্রতিনিধি)—প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের অভাবে বরিশাল শেরে-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগীরা এখন চরম সংকটের সম্মুখীন। গাইনী, লেবার, মেডিসিন ও সার্জারী বিভাগ এখন চিকিৎসকের অভাবে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। গাইনী ও লেবার বিভাগে বর্তমানে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক নাই। একজন মাত্র রেজিষ্ট্রার এই বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত। এই বিভাগের কিছুদিন আগে এখানে বদলী হইয়া আসার পরই দীর্ঘদিনের ছুটিতে চলিয়া গিয়াছেন। সহযোগী অধ্যাপক পদটিও শূন্য। এই ওয়ার্ডে এখন মুমূর্ষু রোগী ভর্তি করা প্রায় বন্ধ রহিয়াছে। জটিল অস্ত্রোপচারের রোগীদের অবস্থা দুর্বিষহ। প্রসূতিদের জীবন এখন ওষ্ঠাগত। গাইনী ও লেবার ওয়ার্ডে দৈনিক কমপক্ষে একশত রোগীনী দেখা একজন রেজিষ্ট্রারের পক্ষে সম্ভব হয় না।

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে মাত্র একজন সহযোগী অধ্যাপক সার্বক্ষণিক দায়িত্বে থাকিলেও তিনি বেশীর ভাগ সময় ছুটিতে থাকেন ফলে অস্ত্রোপচার কাজে অচলাবস্থা বিরাজ করে।

মেডিসিন বিভাগের একজন অধ্যাপক ও একজন সহযোগী

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ

(৩য় পৃঃ পর)

অধ্যাপক চারটি ওয়ার্ডের দায়িত্বে রহিয়াছেন। অপর একজন অধ্যাপক বদলী হইয়া এখানে কাজে যোগদান করিয়া ছুটিতে চলিয়া যান। তিনি হয়ত আর ফিরিবেন না। কারণ তাহার চাকুরীর মেয়াদ প্রায় শেষ। একজন সহযোগী অধ্যাপক আদৌ কাজে যোগদান করেন নাই।

এই হাসপাতালে বর্তমানে যিনি মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক রহিয়াছেন তিনিই আবার হাসপাতালের অধ্যক্ষের দায়িত্বেও নিয়োজিত। তাই তাহার পক্ষে ওয়ার্ডের রোগী দেখা দুরূহ ব্যাপার।

জানা যায়, এই হাসপাতালে চিকিৎসক বদলী করিলেই কেহ আসিতে চান না। যাহারা এই হাসপাতালে আছেন তাহাদেরও পর্যায়ক্রমে বদলী করা হইতেছে। ফলে শূন্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন যাহারা এই হাসপাতালে থাকিতে চাহেন, তাহাদের বদলী করা না হইলে পরিস্থিতির এত অবনতি হইত না।